গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর জানুয়ারি/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম** সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	**২৯-০১-২০১৯**
সময়	:	**সকাল ১১.০০ টা**
স্থান	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্টে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সম্মতিতে গত ২৪-১২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। গত ২৪-১২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকটবর্তী সময়ে এ বিভাগ পরিদর্শন করতে পারেন মর্মে সভাপতি মহোদয় সভাকে অবহিত করেন। সে উপলক্ষে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের বাস্তবায়নযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিবরণী প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা হয়।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন সকল শাখা/দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।
৫.	**অনিষ্পন্ন বিষয়:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট দপ্তর/সংস্থার এবং দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের বিভিন্ন শাখার অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয় বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত সকল বিষয় পেন্ডিং থাকলে দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ বিভাগের বিভিন্ন শাখায় সকল দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন চিঠি-পত্রের বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের হিসাব নির্ধারিত ছকে (চলমান, কত দিন ধরে অনিষ্পন্ন, কোন দপ্তরে অনিষ্পন্ন উল্লেখসহ) প্রদান এবং দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত সকল বিষয় পেন্ডিং থাকলে দ্রুত নিষ্পত্তির করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন সকল শাখা/দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।
৫.১	পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিল বাবদ পাওনা আদায়ের বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। তিতাস গ্যাস কোম্পানির পাওনার পরিমান প্রায় ০৪ (চার) হাজার কোটি টাকা। বকেয়া পাওনা আদায় না করতে পারার কারণসমূহ সনাক্ত করা এবং সময়ের ভিত্তিতে ক্যাটাগরিওয়াইজ পাওনার পরিমাণ আগামী সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ্যাস বিল বাবদ বকেয়া পাওনা সময়ের ভিত্তিতে ক্যাটাগরিওয়াইজ হিসেবে প্রেরণ করতে হবে।	এ বিভাগের সকল গ্যাস কোম্পানি উন্নয়ন উইং।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.২	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিকট বকেয়া পাওনা এবং নতুন করে এগ্রিমেন্ট করার বিষয়ে আলোচনা হয়। যুগ্ম-সচিব (অপারেশন) সভাকে অবহিত করেন যে, বিপিসি'র বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বকেয়া পাওনা এবং মূল্য পুন: নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বিপিসি একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	বিপিসিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিকট বকেয়া পাওনা আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি ও এ বিভাগের অপারেশন উইং
৫.৩	বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রস্তুত করার বিষয়টি গত ২০১৬ সাল থেকে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সভায় পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানির ন্যায় বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন কাজ দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন থাকা ও শূন্যপদ পূরণের প্রতিবেদন যথাসময়ে না প্রেরণ করায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ যথাযথভাবে ও যথাসময়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনা করা হয়।	(ক) বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানির ন্যায় অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে; (খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ তাদের **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক/বার্ষিক** প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক নির্ভুল/হালনাগাদ তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	বিপিসি এ বিভাগের আওতাধীন সকল শাখা/দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।
৬.	**অডিট আপত্তি:** দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় অডিট আপত্তিসমূহের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য টিম গঠন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দ্বি-পক্ষীয় সভা করা জরুরী তবে চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ত্রি-পক্ষীয় সভা করা প্রয়োজন। সভাপতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক অডিট আপত্তি সম্পর্কে তথ্য নিবেন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পতির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহের আলাদা তালিকা করতে হবে এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য পৃথক পৃথক টিম গঠন করতে হবে; (খ) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে; (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সাধারণ মানের অডিট আপত্তিসমূহ তালিকাভুক্ত করে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	অপারেশন অধিশাখা- ৪ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নিবেন। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ ও মামলার পরিমাণ যাতে কমে আসে সে লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি এপিএর অধীনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল দপ্তর সংস্থা প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করবেন। প্রশিক্ষণের বিষয়ের মধ্যে থাকবে- সংস্থার চাকুরি ও পদোন্নতি বিধিমালা, ছুটি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, শৃঙ্খলা আপিল বিধিমালা ১৯৮৫, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমন ভাতা, পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, নোট ও সার-সংক্ষেপ লিখন, দাপ্তরিক ক্রয়, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা ও সেবা পরায়নতা, সম্পদ বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।	(ক) সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের শাখা/অধিশাখা নিয়মিতভাবে নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করবে; (খ) বিভাগীয় মামলায় সাক্ষীর অভাবে বা অন্য কোনো কারণে অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী আদালতে খালাস পেয়ে গেলেও বিভাগীয় মামলা চালু রাখতে হবে এবং তা বিধিমোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে; (গ) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং আগামী সভায় প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৭.১	সভায় অবহিত করা হয় যে, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাঁদপুর ডিপোর অবকাঠামো ব্যবহার করে বাহির থেকে আগত ৭/৮ লক্ষ লিটার চোরাই তেল অবৈধভাবে গ্রহণ করে বিক্রি করা হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিপিসি কর্তৃক একটি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিপিসি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় যা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি উত্থাপিত অভিযোগ/ঘটনার সত্যতা পায়নি। এ কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিষয়টি সুরাহা করা যায়নি। ফলে কতিপয় কর্মকর্তা অন্যায় করে দোষ স্বীকার করার পরও কোনরূপ শাস্তি না পেয়ে তারা স্বপদে বহাল রয়েছেন। বিষয়টি বিপিসিকে খতিয়ে দেখে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চোরাই তেল গ্রহণ ও বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	বিপিসি
৮.	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা ও বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিচারাধীন মামলার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নিবেন। তাছাড়া দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কোন্ মামলার জন্য কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, কোন্ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা সে বিষয়ে এ বিভাগকে অবহিত করন এবং আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত এবং যথাযথ তদারকি করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিতে কোন্ মামলায় কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, এবং মাললা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন্ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন; তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা সে বিষয়ে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; (খ) আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে মিটিং করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.১	পেট্রোবাংলা/বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের আদালতে বিচারাধীন সকল মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিচারাধীন মামলাসমূহের রায় যাতে সরকারের তথা সংস্থা/কোম্পানির বিপক্ষে না যায় সে লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) শ্রম আদালতে বিচারাধীন মামলায় সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে; এবং (খ) মামলার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, Law Cell এ নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করা, সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে তাগিদ প্রদান করা এবং প্রতিটি মামলার একটি Shadow ফাইল সংরক্ষণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।
৯.	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অনিষ্পিন্ন অবসরভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এবং অবসরভাতা পেন্ডিং সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা সংক্রান্ত তথ্যের সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসে ছক অনুসারে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং (খ) অবসর ভাতা সহজীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।
১০.	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। একই সংগে দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং জমির বিষয়ে কোন মামলা থাকলেও নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে; (খ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমাণ, দখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ এবং বেদখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; (গ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কতটি রিট মামলা চলমান আছে তার তথ্যাদি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (ঘ) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।
১১.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ণ অগ্রগতী পর্যালোচনার লক্ষ্যে এপিএ টিমের প্রধানের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে এ বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়নে এপিএ টিম কাজ করছে বলেও সভায় অবহিত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক** অর্জন প্রতিবেদন যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণ এবং ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরি করে প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সকল দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া সভায় অবহিত করা হয় কিছু কিছু মামলা নিষ্পত্তি না হলেও যদি সুপারিশ করা হয় তবে এপিএ-তে নম্বর পাওয়া যাবে।	(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন এপিএ টিম গুরুত্ব সহকারে মনিটরিং করবে; (খ) এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক** কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসের ০৪ (চার) তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে; (গ) মামলা নিষ্পত্তি না হলেও সুপারিশকৃত মামলার তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	এপিএ টিম ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.১	**অন লাইন কার্যক্রম:** ওয়েব সাইট হচ্ছে এ বিভাগের সমুদয় তথ্যের প্রধানতম মাধ্যম। এ বিভাগে সম্পাদিত কর্মকান্ড সন্নিবেশ করে তা হালনাগাদকরণের উপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম বিষয়/ প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে;	আইসিটি শাখা
	ই-ফাইলিং: সভায় এ বিভাগের ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এ বিভাগের অবস্থান ভাল অবস্থায় না থাকায় সকল নথি (কতিপয় ব্যত্যয় ব্যতিত) ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সভপিতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অবস্থানও ভাল পর্যায়ে না থাকায় এ কাজে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল নথি (কতিপয় ব্যত্যয় ব্যতিত) নিষ্পত্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
	ই-টেন্ডরিং: সভায় জানানো হয় যে, এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সংগ্রহ কাজ সম্পাদন করছে। ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি শতভাগে ভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে স্ব স্ব সংস্থার ই-টেন্ডারিং এর উপর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।	(গ) চলতি মাস পর্যন্ত আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা এবং এর মধ্যে ই-দরপত্রের সংখ্যার প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
১২.	**প্রকল্প পরিদর্শন ও শাখা পরিদর্শন:** কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ ও শাখা পরিদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী প্রকল্প পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে শাখাসমূহ ও নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা /অনুবিভাগ
১৩.	**ব্লু-ইকোনমি সেল:** সভায় ব্লু-ইকোনমি সেলে জনবলের পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা হয়। সভায় সভাপতি মহোদয় ব্লু-ইকোনমি সেলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচরিদের নিয়ে পেট্রোবাংলার সভাকক্ষে সেলের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত আলোচনা করবেন।	(ক) ব্লু-ইকোনমি সেলের পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের জন্য আগামি ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করবে; (খ) ব্লু-ইকোনমি সেলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়ে পেট্রোবাংলার সভাকক্ষে সচিব মহোদয় তাঁর সুবিধামত সময়ে সভা করবেন।	ব্লু-ইকোনমি সেল

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৪.	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিতকরণের বিষয়েও আলোচনা হয়। এ ছাড়া তেল আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানে এনবিআর এ জমা নিশ্চিত করতে হবে এবং AIT কাস্টম হাউজ কর্তন করবে।	(ক) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করবে; (খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত কনডেনসেট যথাযথভাবে পরিশোধন করে বাজারজাত করা হচ্ছে কিনা-সে বিষয় বিপিসি কঠোর নজরদারী ও তদারকি করবে; (গ) দেশে ভেজাল তেলের বিস্তার এবং অবৈধ ক্রয় বিক্রয় ও ওজনে কারচুপি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আগামী সভায় এ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে; (ঘ) তেল আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান এনবিআরে জমা প্রদান এবং AIT কর্তন নিশ্চিত করতে হবে।	বিপিসি ও এর অধিনস্থ কোম্পানিসমূহ
১৪.১	অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা এবং অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং এর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং এর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে; (খ) অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্ট মিডিয়া ও স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল-এ ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে;	পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ
১৪.২	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) কর্তৃক মজুদকৃত পাইপ ইতোমধ্যে কেজিডিসিএল ও পিজিসিএল ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। অবশিষ্ট পাইপ টিজিটিডিসিএল কর্তৃক গ্রহণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	এসজিসিএল কোম্পানিতে মজুদকৃত অবশিষ্ট পাইপ টিজিটিডিসিএল ও অন্যান্য কোম্পানি কর্তৃক সংগ্রহ করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।	পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ
১৪.৩	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কিছু কার্যক্রমের সাথে বিইআরসি'র কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং হয় যার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সভাপতি বিইআরসির কোন কোন কার্যক্রমের সাথে সমস্যা তৈরি হয় তার তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করেন। এখন থেকে বিইআরসি এর একজন প্রতিনিধিকে এ সভায় আমন্ত্রন জানানো হবে।	বিইআরসির সঙ্গে এ বিভাগের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত কার্যক্রমের দ্বৈততা/সমস্যা রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা ও বিস্ফোরক অধিদপ্তর

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৫.	**বিবিধ:** সভাপতি বলেন এ বিভাগের আওতাধীন বিপিসি ও পেট্রোবাংলা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস সঞ্চালন/সরবরাহ করে। এ জন্য উভয় সংস্থাকে আলাদা করে জমি অধিগ্রহণ করতে হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান যদি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে (নিরাপদ দূরত্বের সংস্থান রেখে) সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন করে তা হলে ভূমি অধিগ্রহণ ও ব্যয় সংকোচন থেকে শুরু করে নানা সুবিধাহতে পারে। তিনি আরো জানান যে, বগুড়া, রংপুর ও সৈয়দপুর পেট্রোবাংলা যে গ্যাস লাইন তৈরি করছে বিপিসি সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়টি এখন থেকেই পেট্রোবাংলা ও বিপিসি গুরুত্বারোপ সাথে বিবেচনা করতে পারে বলে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) যৌথভাবে গ্যাস লাইন ও তেলের পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখে বিপিসি ও পেট্রোবাংলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; (খ) তেল ও গ্যাস সরবরাহ, সরবরাহের সকল স্থাপনা এবং পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;	এ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বিপিসি এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ
	এ বিভাগে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের WPPF (Worker Performance Perticepent Fund) এর ৫% ইন্টারেস্ট এর বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হয়। আলোচনায় যুগ্ম-প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, অধীকাংশ কোম্পানি এজিএম শেষে যথাসময়ে WPPF অর্থ পরিশোধ না করায় ৫% হারে জরিমানা প্রদান করে। জরিমানা এড়ানোর লক্ষ্যে যথাসময়ে অর্থ পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(গ) এ বিভাগে আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের WPPF (Worker Performance Perticepent Fund) এর অর্থ নিয়মানুসরণপূর্বক যথাসময়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	
	বিপিসির আওতাধীন কোম্পানিসমূহের আমদানীকৃত পণ্য খালাসের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, পণ্য খালাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণের অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতা যথাযথ না হওয়াতে সমস্যা তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান লোকবল পদায়ন ও তাদেরকে দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) আমদানীকৃত পণ্য খালাসের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল পাদায়ন এবং তাদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ

১৬. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/০২/১৯

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সচিব